73

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 18 JAN 1994 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫.....

জনমত

সাক্ষরতা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ নিরক্ষর এবং আগামী দু' হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা স্লোগান বাস্তবায়িত হবে কিনা তা ভাবনার বিষয়। যদিও বর্তমান সরকার দেশে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপক কর্মসূচী নিয়েছেন কিন্তু এ ক্ষেত্রে কাজ পরিচালনার ধারা এবং কাজের অগ্রগতি দেখে নির্দিষ্ট সময়ে লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাবনা সম্পর্কে মোটেই আশাবাদী হওয়া যায় না। অথচ আমাদের মত দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশে দ্রুত শিক্ষা বিস্তারের গুরুত্ব কত বেশী তা বলার প্রয়োজন পড়ে না। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে জ্যামিতিক হারে। কিন্তু সে অনুপাতে সাক্ষর মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। বরং হিসাব নিলে দেখা যাবে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যাই ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। অথচ স্বাধীনতার একুশ বছর গত হয়ে গেছে। একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য এ সময়কাল যথেষ্ট না হলেও কমও নয়। এ সময়ে মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা একশ ভাগ না হোক পঞ্চাশ ভাগ অন্তত সাক্ষর হতে পারতো। কিন্তু বাস্তবে হয়েছে মাত্র শতকরা ২৪ ভাগের মতো। এটা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য খুব আশাব্যঞ্জক ব্যাপার নয়। তাই আমরা মনে করি, দেশে শিক্ষা বিস্তার ও এর মান উন্নয়নে এ যাবৎ গৃহীত সকল পদক্ষেপ বা ব্যবস্থার সঠিক মূল্যায়ন হওয়া এবং সেই নিরিখে নতুন করে আমাদের শিক্ষা কার্যক্রম ঢেলে সাজানো দরকার। শিক্ষার দ্রুত বিস্তার এবং এই সঙ্গে এর মানোন্নয়ন হতে হবে আমাদের শিক্ষা নীতির লক্ষ্য। দেশের প্রতিটি মানুষ সাক্ষর এবং উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত ও দক্ষ হয়ে গড়ে না উঠলে আমাদের উন্নয়নের কোন উদ্যোগ ফলপ্রসূ কখনো হবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে, শিক্ষার উন্নয়ন আমাদের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রধান পূর্বশর্ত। আমাদের আরো মনে রাখতে হবে, দেশ ও জাতি গঠনে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এক সময় নিরক্ষর লোকদের অক্ষরজ্ঞান দানের জন্য ছাত্রদের কাজে লাগানোর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। এটা ছিল একটি সঠিক পদক্ষেপ। এ ব্যবস্থা এখনো নেওয়া যেতে পারে। তা নেওয়া হলে আমাদের সাক্ষরতা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন সহজ ও দ্রুততর হবে বলে মনে করি।

মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী
সভাপতি
ইন্টারন্যাশনাল পেন-পলস ক্লাব
১৭, হরিচরণ রায় রোড
ফরিদাবাদ, ঢাকা-১২০৪।